জমি অধিগ্রহণের আলোচনা সভায় বিডিও-র অনুপস্থিতিতে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ শিবপুরে অজয় নদের উপর সেতু নির্মাণে জমি অধিগ্রহণের জন্য কৃষকদের সাথে আলোচনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাঁকসার বিডিও-র অনুপস্থিতিকে ঘিরে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। যদিও বিডিও বলেন, কৃষকদের সাথে এই আলোচনা পঞ্চায়েত স্তরে হয় এবং সেই কারনেই তিনি যান নি। তবে এলাকার কৃষকেরা পঞ্চায়েত কর্তা এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে পারেন নি। আলোচনায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি অনুপস্থিতির জন্য ব্লক প্রশাসনিক কর্তার বলে জানা গিয়েছে এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে। স্থানীয় কৃষকদের ক্ষোভ, বিডিও আলোচনায় থাকবেন বলেও আসেন নি কোন অজ্ঞাত কারণে। মুখ্যমন্ত্রী কাঁকসার জনসভা থেকে ঘোষণা করেছিলেন, শিবপুর-কেন্দুলি জয়দেব ঘাট পর্যন্ত অজয় নদের সেতু নির্মাণ হবে। ঘোষণার পর জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। কৃষকদের কাছ হতে জমির পরচা এবং অন্যান্য নথিপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়। এলাকার কৃষকদের ক্ষোভ সরকারের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে। সূত্রের খবর, বেশ কিছু কৃষক জমি দিতে ইচ্ছুক নয় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না পেলে। সূত্রের খবর, বাজু জমিতে বিঘা পিছু আট লক্ষ টাকা, চাষের উপযুক্ত জমিতে বিঘা পিছু তিন লক্ষ টাকা এবং ডাঙা জমি ১৭ লক্ষ টাকা একর দেওয়া হবে। সোমবার বিদবিহার পঞ্চায়েত কর্তা এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এক আলোচনায় বসেন এলাকার কৃষকদের সাথে। তৃণমূল নেতা গিরিধারি সিনহা বলেন, অধিকাংশ কৃষক জমি দিতে ইচ্ছুক। মুখ্যমন্ত্রী অজয় সেতুর ৪০ বছরের চাহিদা পুরণ করার জন্য অধিকাংশ কৃষক জমি দিতে ইচ্ছুক বলে দাবি এই তৃণমূল নেতার। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, মুষ্টিমেয় দু-একজন কৃষক জমি দিতে চাইছেন না। তৃণমূলের দাবি, সিপিএম এবং বিজেপি আঁতাত করে সেতু নির্মাণ বন্ধ করার চক্রান্ত করছে। তবে কৃষকদের দাবি, সরকার কি পরিমাণ জমির দাম বরাদ্দ করেছে তা সরকারিভাবে ঘোষণা করুক। তাঁরা এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে জমি দিতে ইচ্ছুক কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান বা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উপর তাঁরা ভরসা রাখতে পারছেন না। পঞ্চায়েত কর্তাদের এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কথা শুনে তাঁরা জমি দিতে রাজি হয়ে যাওয়ার পর যদি প্রক প্রশাসন সেই দাম দিতে রাজি না হয় তাহলে তাঁরা চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন বলে জানিয়েছেন বেশ কিছু কৃষক।

সরকার জমি নেবে তাই সরকার সাফ জানাক যে তারা জমির কত দাম দেবে বলে মত কৃষকদের। তৃণমূলের ব্লক কৃষক নেতা গিরিধারি সিনহা বলেন, বিডিওকে নিয়ে আলোচনায় বসা হবে। স্থানীয় কৃষকেরা বিশেষ করে যাদের জমির পরিমাণ বেশি রয়েছে তাঁরা জমি দিতে ইচ্ছুক। সোমবার বেলা দশটার সময় আলোচনা শুরু হয়ে চলে এক ঘন্টা। বিডিও-র সাথে আলোচনার দাবি তোলে স্থানীয় কৃষকেরা। সেই মত সিদ্ধান্ত হয় বুধবার আলোচনা হবে কাঁকসার বিডিও-র সাথে। কাঁকসার বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, এদিন তিনি আলোচনায় ছিলেন না কারণ এটি ছিল পঞ্চায়েত স্তরে আলোচনা এবং তিনি পরের আলোচনায় থাকবেন বলে জানান।

জেলায় বিদায়ী পদাধিকারীদের গরহাজিরে বন্ধ কাজকর্ম, স্তব্ধ উন্নয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে বোর্ড সদস্যরা কেউ টিকিট পাননি, কেউ সংরক্ষণের গেরোয় পড়ে প্রার্থী হতে পারেননি, কেউ ভোটে হেরেছেন তাই গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে না আসার কারণে কাজকর্ম বন্ধ বলে অভিযোগ উঠেছে। তবুও জেলাপরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি দেবু টুডু জানিয়েছেন যে, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ঠিকমতো চালু রাখার জন্য স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের উদ্যোগী হতে বলেছি। উন্নয়নমূলক কাজ যাতে কোনরকম ব্যাহত না হয় সেই ব্যাপারে নজরদারি এবং উন্নয়নমূলক কাজ বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন বিডিওদের। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। নির্বাচন শেষ হতেই দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে পদাধিকারীদের গরুহাজির উপস্থিতি। কারণ অনেকেই টিকিট পেয়েছেন, আবার অনেক পাননি আবার অনেকেই হেরে গিয়েছেন এই পরিস্থিতিতে অনেকেই পঞ্চায়েত অফিস এবং সমিতির অফিস মুখ হচ্ছেনা বলে কাজকর্ম বন্ধের মুখে। এরকম একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে আউশগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী বোর্ডের সভাপতি আয়েশা খাতুন, এবার টিকিট পাননি তাই অভিমুখী হচ্ছেন না। পাশাপাশি এই ব্লকের সাতটি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে পঞ্চায়েতের প্রধান ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় সুযোগ পাননি তাই এইসব পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ পঞ্চায়েতমুখী হচ্ছেন না ফলে উন্নয়ন বন্ধ হবার মুখে। এছাড়াও ভাতার, আমরুল ১ ও ২ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানগণ এবার টিকিট পাননি ফলে পঞ্চায়েত অফিসে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন। মেমারি ১ ব্লকের বাগিলা পঞ্চায়েতের বিদায়ী বোর্ডের প্রধান বন্দনা সিংকে এবার টিকিট দেয়নি দল, বাধ্য হয়ে তিনি নির্দল হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন। উপপ্রধান টিকিট পাননি তাই পঞ্চায়েত অফিস প্রায় বন্ধের মুখে। এছাড়াও বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে পদাধিকারীরা ভোটের টিকিট না পাওয়ায় পঞ্চায়েতমুখী হচ্ছেন না। আরও জানা গিয়েছে যে, জেলায় মুরগি, হাঁস বাচ্চা বিলি করার কথা, সেখানে অনেকটা ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে কিছু কিছু ব্লকে মুরগি এবং হাঁসের বাচ্চা বিলি হলেও জেলার অন্যান্য পঞ্চায়েত অফিসে হচ্ছে না কারণ পদাধিকারী অফিসে আসছেন না।

অভিযোগ উঠেছে, এসব কর্মকান্ডের ফলে বহু পঞ্চায়েতের রাস্তা সংস্কারের কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। উন্নয়ন থমকে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই বিদায়ী বোর্ড সদস্যরা না আসার কারণে প্রশাসনিক স্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখে দ্রুত কাজ বজায় রাখার।

মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মেধাবী ছাত্রী পেল কন্যাশ্রীর টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ মেধাবী ছাত্রী তার প্রাপ্য কন্যাশ্রীর টাকা পাচ্ছিল না। মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে দুর্গাপুরের মেধাবি ছাত্রী পেল তার বকেয়া কন্যাশ্রীর টাকা। দুর্গাপুরের বিধাননগরের বাসিন্দা সুদেষ্ণা মুসিব সরকারি আধিকারিকদের গাফিলতির জেরে তার প্রাপ্য কন্যাশ্রীর টাকা আটকে যায়। সুদেষ্ণা ভূগোলে স্নাতকস্তরে বিশ্বভারতীর পড়ুয়া। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সুদেষ্ণা ৯৬ শতাংশ পেয়েছিল। দুর্গাপুরের বিধাননগরের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ত সুদেষ্ণা। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় মাত্র একবার মাত্র কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছিল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায় টাকা পাওয়া। সুদেষ্ণার বাবার একটি ছোট্ট দোকান রয়েছে। এরপর স্থানীয় তৃণমূল কর্মী অলিক রায়ের কাছে আসেন সুদেষ্ণা এবং তার বাবা। চলে খোঁজখবর নেওয়া। শিক্ষাদপ্তরের প্রতিটি দপ্তরের ঘোরাঘুরির পর জানা যায় এই টাকা আর পাওয়া যাবে না। সুদেষ্ণার কন্যাশ্রী থেকে নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে বলে জানায় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা বলে দাবি অলিক রায়ের। অলিকবাবু বলেন, সরকারি আধিকারিকেরা বলেন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পারবেন না এই টাকা পাইয়ে দিতে। এরপর অলিকবাবু সোজা চলে যান পশ্চিম বর্ধমানের পর্যবেক্ষক তথা মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের কাছে। মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে সুদেষ্ণা মুসিব তার আটকে যাওয়া কন্যাশ্রীর টাকা হাতে পেতে শুরু করেছে। সুদেষ্ণা মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই টাকা তার পড়ার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করবে।

নবদ্বীপে আইটিআই কলেজ ও বাইপাস রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল, নবদ্বীপ ব্লকে একটি আইটিআই কলেজের। দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সরকার নবদ্বীপ ব্লকে আইটিআই কলেজের অনুমোদন দিয়েছে। সোমবার নদিয়া জেলাপরিষদের বিদায়ী জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হরিদাস দেবনাথ জানিয়েছেন যে, নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালির চড়ায় আইটিআই কলেজটি গড়ে উঠবে। অনুমোদন হয়েছে টেন্ডার হয়ে গিয়েছে কাজ শুরু হবে খুব শীঘ্রই। এছাড়াও বালির চড়ায় চৈতন্যদেব রিসার্চ সেন্টারের কাজ চলছে জোরকদমে। ৩৮ কোটি ৪৪ লাখ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে মহাপ্রভুকে নিয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রটির কাজ চলছে জোরকদমে। ইতিমধ্যেই তিনতলাবিশিষ্ট বিল্ডিংটির কাজও শেষের মুখে। হরিদাস দেবনাথ জানিয়েছেন যে, নবদ্বীপ শহরকে একসময় অক্সফোর্ড বলা হত। ছিল বহু টোল ব্যবস্থাপনা। টোলে সংস্কৃত পড়ানো হত। এখন টোলগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানানই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই রিসার্চ সেন্টারটি গড়ে উঠছে। এছাড়াও নবদ্বীপ শহর সংলগ্ন গঙ্গার উপর গৌরাঙ্গ সেতুর পার ঘেঁষে তৈরি হবে একটি বাইপাস রাস্তা। রাস্তাটি কয়েক বছর আগেই শুরু হয়েছে সেই রাস্তাটি এখন সংস্কার করে আরও সম্প্রসারিত করে বড় গাড়ি ছোট্ট গাড়ি চলাচলের একটি ভাল রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে খুব শীঘ্রই। এই রাস্তাটি তৈরি হলে গৌরাঙ্গ সেতু থেকে স্বরূপগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত যোগাযোগের আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। এর জন্য একটি প্রজেক্ট তৈরি করে ইতিমধ্যেই পূর্ত দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে যার আনুমানিক বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এইরকমটাই উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান ধরে জানালেন বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ হরিদাস দেবনাথ। খেলাধুলার মানোন্নয়নে গড়ে তোলা হবে মিনি স্টেডিয়াম। স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভাগীরথী বিদ্যাপীঠ খেলার মাঠে এই মিনি স্টেডিয়ামটি গড়ে উঠবে। এই মিনি স্টেডিয়ামটির জন্য একটি প্রোজেক্ট পাঠানো হয়েছে দেড় কোটি টাকার। ইতিমধ্যে ক্রীড়া দপ্তর থেকে সবুজ সংকেত মিলেছে। তারপরে বাদবাকি প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হলে স্টেডিয়াম তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে। হরিদাস দেবনাথ জানিয়েছেন যে, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় একাধিক কাজ যেমন শুরু হয়েছে তেমনি প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজও চলছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীতে যে ফেরিঘাটগুলি আছে এখানে আরও তিনটি জেটি তৈরির প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে এবং কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। রাজ্য পরিবহন দপ্তর থেকে অনুমোদন মিলেছে টেন্ডারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা। পঞ্চায়েত ভোটের কারণে কাজ শুরু করা যায়নি খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন হরিদাস দেবনাথ। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এই তিনটি জেটি তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় তিন কোটি টাকা। ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর স্বরূপগঞ্জ ঘাট, মায়াপুর ঘাট, হুলোর ঘাট এই তিনটি জেটি তৈরির কাজ শুরু হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, নবদ্বীপ স্বরূপগঞ্জ ঘাটের কাছে একটি বড় ধরনের পরিশ্রুত পরিশোধিত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ চলছে। এই পরিশোধিত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ শেষ হলে স্বরূপগঞ্জ ঘাট এলাকা থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বসবাসকারী মানুষজন পর্যাপ্ত পরিচিত পানীয় জল পাবেন। কৃষ্ণনগর পৌরসভার উদ্যোগে এই পরিশোধিত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ গড়ে উঠছে। এছাড়াও নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাতেও এই ধরনের প্রকল্প গড়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী প্রার্থী হরিদাস দেবনাথ। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কর্মযজ্ঞ যেমন চলছে তার পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্পের কাজ শুরুর পথে।

গৃহবধূকে অত্যাচারের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ সোমবার পূর্বস্থলী থানা এলাকায় এক গৃহবধূকে মানসিকভাবে অত্যাচার ও মারধর করার অভিযোগ উঠল স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে। পূর্বস্থলী থানায় এরকম এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নাসমিনা বিবি। বাড়ি পূর্বস্থলী থানার কাস্টশালী মাঝের পাড়ায়। নাসমিনা বিবির অভিযোগ যে, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্বামী রাজু শেখ তাঁর উপর অত্যাচার এবং মানসিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনকি প্রতিবাদ করলে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ তাঁর। তাই তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পূর্বস্থলী থানার পুলিশ জানিয়েছেন, অভিযোগ পেয়েছি, অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

নারকীয় হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বিজ্ঞান মঞ্চ

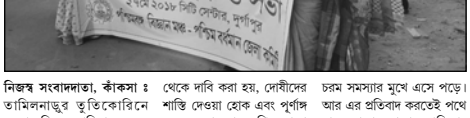

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমে প্রাণ যায় ১৩ জনের। এই নারকীয় হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে পথে নামে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দুর্গাপুর শাখা। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে এক প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান শতাধিক নাগরিক। এই মিছিল থেকে দাবি করা হয়, দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক। শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষকে নিয়েই শিল্প, শিল্পকে নিয়ে মানুষ নয়। পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছিল বেদান্ত গোষ্ঠীর তামা কারখানাটি। দূষণের জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনজীবিকা এক চরম সমস্যার মুখে এসে পড়ে। আর এর প্রতিবাদ করতেই পথে নামে হাজার হাজার বাসিন্দা। প্রশাসন নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নিরিহ বাসিন্দাদের হত্যা করে। বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয় এই হত্যাকান্ড মনে করিয়ে দেয় জেনারেল ডায়ার এবং জালিয়ানওয়ালাবাগকে।

মঙ্গলকোটে তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঙ্গলকোট ঃ সোমবার মঙ্গলকোট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিল বের হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ও পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এই ধিক্কার মিছিলটি হয়। মিছিলে ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অপূর্ব চৌধুরী, মুন্সি রেজাউল হক চৌধুরী, মেহেবুব চৌধুরীসহ অনেকে। কৈচর বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের এই মিছিলে কয়েক হাজার মহিলা এবং তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এদিন মন্তেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি পালিত হয়। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আজিজুল হক, আকবর আলি শেখ-সহ অনেকে।

ভুরি পঞ্চায়েতের রিমোর্ট বিদায়ী প্রধানের হাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ ভোটের আগেই ভুরি পঞ্চায়েত কার্যত দখলে চলে আসে। এমনকি বিজয় মিছিল পর্যন্ত হয়ে যায় ভুরি পঞ্চায়েত এলাকায়। মাত্র দুটি আসনে ভোট হয় ১৭ আসনের মধ্যে। তবে বিরোধীরা নয় ভোটের ময়দানে দেখা যায় নির্দলদের। আর দুই নির্দলকে হারিয়ে দলের প্রতীক পাওয়া প্রার্থীরা জয় পান। তবে ভুরি পঞ্চায়েতে প্রধান পদ পাওয়া নিয়ে তেমন কোন লড়াই নেই। প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত। আর উপপ্রধান পদটি সাধারণ। ভুরি পঞ্চায়েতের শাসকদলের নেতা বলতে উঠে আসে বিদায়ী প্রধান সুবোধ ঘোষের নাম। বাম আমল থেকেই এলাকায় তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী হিসাবে দলকে নেতৃত্ব দেন এই দাপুটে নেতা। বাম আমলে দল করতে গিয়ে তৎকালিন শাসকদলের হাতে চরম নিগৃহীত হন এই নেতা। বেশ কিছুদিন বাড়ি ছাড়াও থাকতে হয় এই তৃণমূল নেতাকে। এলাকায় শাসকদলের সব গোষ্ঠীর সাথেই সুসম্পর্ক থাকায় জেলা নেতাদের সুনজরে রয়েছেন এই নেতা। ভুরি পঞ্চায়েতে প্রধান পদের দাবিদার সুনীল সোরেন। সুনীল সোরেন এলাকায় দীর্ঘদিনের তৃণমূল কর্মী। দল এবার তাঁকে ভুরি পঞ্চায়েতের প্রধান পদে নিয়ে আসছে বলেই সূত্রের খবর। তবে পঞ্চায়েত পরিচালনার রিমোর্ট জেলা নেতৃত্ব বিদায়ী প্রধানের হাতে রাখতে চায় বলে জানা গিয়েছে শাসকদল সূত্রে। উপপ্রধানের পদটি সাধারণ হওয়ার কারণে শাসকদলের জেলা নেতারা সুবোধ ঘোষকে উপপ্রধানের পদে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে শাসকদল সূত্রে। কার্যত ভুরি পঞ্চায়েতে বিদায়ী প্রধানের দাপট থাকবে আগামী ৫ বছর বলে মত নিচুতলার কর্মীদের।

জায়গা বিক্রয়

আরামবাগ পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড উত্তরায়ণ পল্লি, আরামবাগ স্টেশন সংলগ্ন জায়গা বিক্রয় করা হইবে (দোম- ৩.৫ থেকে ৪.৫ লাখ প্রতি কাঠা)। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সত্বর যোগাযোগ করুন ঃ ৯১৩৪০০৯১৫৪ দালাল নিষ্প্রয়োজন

দক্ষিণবঙ্গে প্রথম বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
SUNINFERTILITY CARE UNIT
সান হসপিটাল, ভাঙা কুঠি, বর্ধমান
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে
বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
FACILITY :
1. Sperm bank
2. IUI/IVF/ICSI Consultant.
3. Embrio transfer.
4. TVS done.
5. Low Amount.
Mob.- 9733391390
8373095423/9851942770
Email-biswajitghoshbiswajit1980@gmail.com

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগ লি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222